জাহান্নাম সিরিজ-৭

النار আন্ নার পর্ব- ১

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ-৭ النار আন্নার পর্ব-১। আন্নার অর্থ আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বাকারা

১) তবে নিজেদের রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার জ্বালানি হবে মানুষ আর পাথর।

সুরা ২আল বাকারাহ্, আয়াতঃ ২৪

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনো করতে পারবে না, তা হলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরপুঞ্জ যা অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

২) আর যারা কুফুরি করবে এবং অস্বীকার করবে আমার আয়াত সমূহ আস্হাবুন্ নার(আগুনের অধিবাসী)।

সুরা ২ আল বাকারাহ্ ,আয়াতঃ ৩৯

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ﴿۳۹﴾

আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে।

৩) হ্যাঁ, যারাই কামাই করে পাপকর্ম এবং তাদের ঘেরাও করে ফেলে তাদের পাপরাশি, তারাই হবে আস্হাবুন্ নার(আগুনের অধিবাসী)।

সুরা ২ আল বাকারাহ্, আয়াতঃ ৮০, ৮১

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۰﴾

এবং তারা বলে নির্ধারিত দিবস সমূহ ব্যতীত (জাহান্নামের) অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, তুমি বলঃ তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছো, ফলে আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেন না? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জানো না তা বলো।

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۸۱﴾

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে , বস্তুত তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা সদা অবস্থান করবে।

৪) তারপর আমি তাকে বাধ্য করবো আগুনের আযাব ভোগ করতে।

সুরা ২ আল বাকারাহ্, আয়াতঃ ১২৬

وَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارۡزُقۡ اَهۡلَهٗ مِنَ
الثَّمَرٰتِ مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنۡ كَفَرَ
فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيۡلًا ثُمَّ اَضۡطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۲۶﴾

যখন ইব্রাহীম(আঃ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের উপজীবিকার জন্যে ফল-শস্য প্রদান করুন, তিনি বলেন যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্প দিন রিযিক দান করবো, তৎপরে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো, এটি নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থান!

৫)আর তারা কখনো বের হতে পারবেনা আগুন থেকে।

সুরা ২ বাকারাহ্ ,আয়াতঃ ১৬৭

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ
بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

অনুসরণকারীরা বলবেঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তবে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম; এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করাবেন এবং তারা জাহান্নাম হতে উদ্ধার পাবে না।

৬)আগুনের আযাব সইবার ব্যাপারে কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা ।

সুরা বাকারা , আয়াতঃ ১৭৪, ১৭৫

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَ لَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

নিশ্চয় আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তারা স্ব-স্ব উদরে অগ্নি ছাড়া ভক্ষণ করে না এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

তারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নাম(এর আযাব) কিরূপে সহ্য করবে?

৭)আর আমাদের রক্ষা কর আগুনের আযাব থেকে।

সুরা ২ আল বাকারাহ্ , আয়াতঃ ২০১

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৮) তারা হবে আস্হাবুন্ নার(আগুনের অধিবাসী) তাতেই থাকবে তারা চিরকাল।

সুরা ২ আল বাকারাহ্, আয়াতঃ২১৭

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ
صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ
مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাস তার মধ্যে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছে; তুমি বলঃ এর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথ ও পবিত্র মসজিদ হতে প্রতিরোধ করা এবং তাকে অবিশ্বাস করা ও তার মধ্য হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ এবং হত্যা অপেক্ষা ফেতনা-ফাসাদ (কুফর ও শিরক) গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় , তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে; আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল পরকালের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

৯)তারা (মুশরিকরা) তোমাদের আহ্বান জানায় আগুনের দিকে।

সুরা ২ আল বাকারাহ্, আয়াতঃ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ
اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

এবং অংশীবাদিনীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না এবং নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী অংশীবাদিনী (স্বাধীনা) মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে এবং অংশীবাদিগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীদের) বিবাহ প্রদান করো না এবং নিশ্চয় অংশীবাদি তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমন্ডলীর জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

১০)মুলত এরাই হবে আস্‌হাবুন্‌ নার (আগুনের অধিবাসী)।

সুরা ২ আল বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৭

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى
الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ও এর মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থানকারী।

১১)কিন্তু যারা সুদের পুনরাবৃত্তি করবে , তারা হবে আস্‌হাবুন্‌ নার আগুনের অধিবাসী।

সুরা ২ আল বাকারাহ্‌ ,আয়াতঃ ২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ
عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

যারা সুদ ভক্ষণ করে, তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির দন্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ ব্যতীত দন্ডায়মান হবে না; এর কারণ এই যে, তারা বলেঃ ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের অনুরূপ। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয় , ফলে সে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং যা অতীত হয়েছে;তার কৃতকার্য আল্লাহর প্রতি নির্ভর; এবং যারা পুনঃগ্রহণ করবে , তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

১২) তারা(কাফিররা) হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১০

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবে না এবং তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

১৩) আর রক্ষা কর আমাদের আগুনের আযাব থেকে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৬, ১৭

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾

যারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক!নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি , অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিন।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

যারা ধৈর্যশীল,সত্যপরায়ণ, অনুগত, দানশীল,এবং রাতের শেষাংশে ক্ষমা প্রার্থণাকারী।

১৪) তারা (কাফিররা)হবে আস্‌হাবুন্‌ নার আগুনের অধিবাসী।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১১৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি, সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র ফলপ্রদ হবে না এবং তারাই অগ্নির অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

১৫) তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্যে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৩১

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৬) আগুনই হবে তাদের(কাফির ও যালিমদের) আবাস।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৫১

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

যারা অবিশ্বাস করেছে আমি অতিসত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো,যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সে বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতারণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থানস্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্যে নিকৃষ্ট বাসস্থান।

১৭)তখন(কিয়ামতের দিন) যাকে আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে , সে-ই হবে সফলকাম।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮) নিশ্চয়ই তুমি যাকে দাখিল করবে আগুনে , তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯১,১৯২

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ
خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত(এলায়িতভাবে) অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি আপনিই পবিত্রতম, অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

হে আমাদের প্রতিপালক!অবশ্য আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করেন, ফলতঃ নিশ্চয়ই আপনি তাকে লাঞ্ছিত করলেন এবং অত্যাচারীদের জন্যে কেউ সাহায্যকারী নেই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

১৯) যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ এবং লঙঘন করবে তাঁর নির্ধারিত সীমানা , তিনি তাকে দাখিল করবেন আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১৪

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

আর যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসুলকে অমান্য করে এবং তার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে , তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্যে লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি রয়েছে।

২০) যে কেউ সীমালঙঘনের মাধ্যমে এবং যুলুম করে তা করবে আমরা তাকে নিক্ষেপ করবো আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৩০

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

আর সীমা অতিক্রম করে ও অত্যাচার করে যে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

২১) যারা আমার আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে , অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৫৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ

جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

নিশ্চয়ই যারা আমার নির্দেশনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি অগ্নিকুন্ডে দাখিল করবো; যখন তাদের চর্ম বিদগ্ধ হবে , আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দেবো যেনো তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সম্মানী, প্রজ্ঞাময়।

২২)নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে আগুনের সর্বনিম্ন স্তরে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১৪৫

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত হবে এবং তুমি কখনো তাদের জন্যে সাহায্যকারী পাবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মায়েদা

২৩) তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে , কিন্তু তারা তা থেকে বেরুতে পারবে না।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ৩৭

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾

তারা এটা কামনা করবে যে,জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনো বের হতে পারবে না, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

২৪) আল্লাহ তার(মুশরিক)জন্যে হারাম করে দেবেন জান্নাত, এবং তার আবাস হবে আগুন।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ ৭২

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ

الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ

يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

নিশ্চয়ই তারা কুফুরী করেছে যারা বলেছে যে, মাসীহ ইবনে মারইয়ামই তো আল্লাহ্; অথচ মাসীহ নিজেই বলেছিলেনঃ হে বানী ইসরাঈলগণ , তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন আমরা দুনিয়ার জীবনে ঈমানের সাথে আল্লাহর ইবাদত করি এবং আ'মলে সালেহ করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে বিচারের দিন আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....